মেহেরপুরে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত, আহত ১

মেহেরপুর শহরের কোর্ট এলাকায় ইটবোঝাই ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে ইমন (২৮) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ সময় মোটরসাইকেল চালক, ইমনের মামাতো ভাই হুমায়ুন কবির (৪০) আহত হয়েছেন।

রোববার দুপুর ১টার দিকে শহরের পন্ডেরঘাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ইমন শহরের বোসপাড়া এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে। আহত হুমায়ুন কবির কুষ্টিয়ার কুমারখালী এলাকার আবুল খায়েরের ছেলে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ইমন ও হুমায়ুন কবির মোটরসাইকেলযোগে মুজিবনগরের দিক থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিলেন। একই সময় একটি ইটবোঝাই ট্রাক্টরও একই দিক থেকে আসছিল। পথে শহরের পন্ডেরঘাট এলাকায় সোডাপের সামনে পৌঁছালে একটি গমবোঝাই ইজিবাইকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। এতে ইজিবাইকে থাকা গম সড়কে ছড়িয়ে পড়ে।

এতে চালক হুমায়ুন কবির ও পিছনে থাকা ইমন ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। এ সময় পিছন থেকে আসা ইটবোঝাই ট্রাক্টরের চাকা ইমনের শরীরের ওপর দিয়ে চলে যায়।

গুরুতর আহত অবস্থায় ইমন ও হুমায়ুনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক ইমনকে মৃত ঘোষণা করেন। হুমায়ুন কবির বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। চালককে আটক করা সম্ভব না হলেও ট্রাক্টরটি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক বদলি, নতুন পদায়ন

মেহেরপুরে নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে শিল্পী রানী রায়কে পদায়ন করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। রোববার এক আদেশে তাকে পদায়ন করা হয়।

শিল্পী রানী রায় সাংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সাংস্কৃতিক চুক্তি শাখা) হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

এদিকে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সৈয়দ এনামুল কবিরকে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করা হয়েছে।
রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারি করা হয়েছে।

গাংনীতে প্রবাসীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় সংবাদ প্রকাশে সাংবাদিকদের হুমকি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে প্রবাসীর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় সংবাদ প্রকাশের জেরে এবার সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ করার পর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে অভিযুক্ত পক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযুক্ত জয় ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এ ঘটনায় জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযুক্ত কিশোর গ্যাং লিডার জয়, তার বন্ধু জিতু ও তাদের

সহযোগীরা সংবাদটি বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল থেকে মুছে ফেলার জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। তারা নিউজ পোর্টালের কমেন্ট সেকশন এবং হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করে সাংবাদিকদের হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন গাংনীতে কর্মরত একাধিক সংবাদকর্মী।

স্থানীয় সূত্র জানায়, হামলার ঘটনার পর কয়েকটি পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালে থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশিত হলে অভিযুক্তরা আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর জয় ও তার অনুসারীরা কয়েকজন সাংবাদিককে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। সংবাদ প্রকাশে ‘খারাপ পরিণতি’ ভোগ করতে হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাংবাদিক বলেন, ঘটনার সত্য তুলে ধরাই আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এখন উল্টো আমাদেরই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এতে আমরা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

এদিকে, হামলায় আহত দৈনিক সময়ের চিত্র পত্রিকার সাংবাদিক সুমন আলীর পরিবার এখনও আতঙ্কে রয়েছে। তাদের দাবি, অভিযুক্তরা এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, কোনো ঘটনার সংবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়া গুরুতর অপরাধ। এতে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটতে পারে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, সাংবাদিকদের হুমকির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের স্বাধীনতা

দিবস পালন

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” এর আয়োজনে শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” এর সভাপতি অ্যাডভোকেট এম. আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি নূরুল আহমেদ এবং নাট্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইদুর রহমান।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কবি ও গীতিকার বাশরী মোহন দাস, সংগঠনের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু নায়েছ লাবলু, সদস্য মোঃ শাহজাহান, আবুল হাসেম, কবি মাহফুজা সুলতানা সুমি, শিল্পী ও কবি আসাদুল ইসলাম খোকন প্রমুখ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন কবি ম. গোলাম মোস্তফা, মুহাম্মদ মহসীন, এস. এম. এ. মান্নান, বাশরী মোহন দাস, শফিকুর রহমান সেন্টু, নূর হোসেন, সাইফুল ইসলাম ও বদরুদ্দোজা বিশ্বাস প্রমুখ।

জ্বালানি সরবরাহে শৃঙ্খলা আনতে কাজ করছে জেলা প্রশাসন

জ্বালানি সরবরাহে শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ এবং সড়ক নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সমন্বিত ভ্রাম্যমাণ আদালত ও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

শুক্রবার দিনব্যাপী এ অভিযান পরিচালিত হয়। একই সঙ্গে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায়

জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে সদর উপজেলায় মেহেরপুর ফিলিং স্টেশন, জেড কে ফিলিং স্টেশন, হক ফিলিং স্টেশন, আমিন ফিলিং স্টেশন ও নূর ফিলিং স্টেশনে মোবাইল কোর্ট অভিযান চালানো হয়। এসময় জ্বালানি তেলের সঠিক পরিমাপ, নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় এবং কোনো ধরনের অনিয়ম বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি কর্মীদের শৃঙ্খলা বজায় রেখে সেবা প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অন্যদিকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারীর নেতৃত্বে সদর উপজেলার শতাব্দী ফিলিং স্টেশন ও মা ফিলিং স্টেশন এবং মুজিবনগর উপজেলার মুজিবনগর ফিলিং স্টেশন ও অনামিকা ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করা হয়। এসময় জ্বালানি নিতে আসা মোটরসাইকেল আরোহীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও যানবাহনের বৈধ কাগজপত্র (রেজিস্ট্রেশন) সঙ্গে রাখা এবং সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী হেলমেট পরিধান নিশ্চিত করার জন্য সচেতন করা হয়।

এদিকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ এস্তামুল হকের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার শেখ ফিলিং স্টেশন, গাংনী ফিলিং স্টেশন ও রূপক ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জ্বালানির মজুদ পরিস্থিতি, বিক্রয় রেজিস্টার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ অবস্থা যাচাই করা হয়। একই সঙ্গে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ করে স্বচ্ছতার সঙ্গে গ্রাহকদের জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও গাংনী উপজেলার বামুন্দি মোড়ে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর আওতায় পৃথক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার অপরাধে আইনের ৬৬ ও ৭২ ধারায় ৫টি মামলায় মোট ২ হাজার ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে প্রবাসীর বাড়িতে হামলা, মোটরসাইকেল ভাঙচুর

গাংনীর চৌগাছায় প্রবাসীর স্ত্রীর ওপর হামলা, ভাঙচুর এবং সাংবাদিককে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় নারী ও সাংবাদিকসহ তিনজন আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে মোটরে পানি তোলাকে কেন্দ্র করে এ হামলার ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযোগসূত্রে জানা গেছে, মাইলমারী গ্রামের সৌদি প্রবাসী বুলবুল আহমেদের চৌগাছা মসজিদপাড়ার বসতবাড়ির একটি কক্ষ ভাড়া নেন একই পাড়ার কাটুর ছেলে জয় ও তার স্ত্রী মালা খাতুন। ভাড়াটিয়া হিসেবে জয় ও তার স্ত্রী মালা খাতুন বসবাসরত অবস্থায় মাঝে-মধ্যে জয় স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে বাড়ির মালিক বুলবুলের স্ত্রী নারগিস পারভীন, তার মেয়ে সুমি এবং জামাতা সুমন আলীকে হুমকি-ধামকি দিতে থাকে।

গত বৃহস্পতিবার মোটর মেরামত করাকে কেন্দ্র করে জয় ও তার বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন মিলে রড ও দেশীয় রামদা দিয়ে বুলবুলের ঘরে ঢুকে জামাতা সুমন, তার স্ত্রী ও শাশুড়িকে মারধর করে। এসময় সুমনের একটি এপাচি ফোরভি মোটরসাইকেল ও ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং তাদের ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে পুলিশ গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আহত সুমন আলী দৈনিক সময়ের চিত্র পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। জয় একজন কিশোর গ্যাং সদস্য হিসেবে এলাকায় পরিচিত হওয়ায় সাংবাদিকের ওপর তার দীর্ঘদিনের আক্রোশ ও ক্ষোভ থাকায় সুমন আলীর ওপর হামলা চালিয়েছে বলে জানান সুমন আলী।

এ ঘটনায় নারগিস পারভীন গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। জয়ের অব্যাহত হুমকিতে প্রবাসীর পরিবার এখন বাড়িছাড়া।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার বলেন, সাংবাদিক ও তার স্ত্রী ও শাশুড়ির ওপর হামলার ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ পাঠানো হয় এবং পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে, বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্যগুলো প্রতিস্থাপনে গড়িমসি

২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন বিকালে দূর্বৃত্তদের হামলায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের সকল ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়। ঘটনার দেড় বছর অতিবাহিত হলেও ভাস্কর্যগুলো প্রতিস্থাপনে জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি চাহিদা পাঠালেও এখনও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়। এ ঘটনার পর থেকে মুজিবনগরে পর্যটকরা এসে হতাশায় ভুগছেন।

ভাস্কর্যগুলো মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা ইতিহাস তুলে ধরতো পর্যটকদের কাছে। ভাস্কর্যগুলো ভাংচুর হয়েছে শুনে রক্তক্ষরণ হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের। তাঁরা এ দূর্বত্তায়ানের বিচার দাবি করেছেন। তবে এ ঘটনায় কোন মামলা হয়নি।

২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট বিকাল থেকে রাত প্রায় ১০ টা পর্যন্ত দূর্বৃত্তরা দফায় দফায় এ হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে।

ওই সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সরকার পতনের খবর ছড়িয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর থেকে প্রায় দুই শতাধিক র্দর্বৃত্ত রড, বাঁশ ও হাতুড়ি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে। প্রথমে তারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটির মাথা ভেঙে ফেলে। একই সময়ে এলোপাতাড়িভাবে আঘাত করে ‘১৭ এপ্রিলের গার্ড অব অনার’ ভাস্কর্যটিতে। আরও একটি দল ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের আত্মসমর্থনের ভাস্কর্যগুলোতে আঘাত করে। তবে সেখানে খুব বেশি ভাঙচুর করতে পারেনি তারা। পরে কমপ্লেক্সের মধ্যে দেশের মানচিত্রের আদলে তৈরি করা মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টরে যুদ্ধের বর্ণনা সংবলিত ছোট ভাস্কর্যগুলো ভেঙে আশপাশে ছুড়ে ফেলে। আরও একটি দল শহীদ স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটকটি ভেঙে নিয়ে যায়।

ওই সময়ে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্য সুমন আহমেদ বলেছিলেন, ‘তিন শতাধিক ছোট-বড় ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমরা প্রথমে তাদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তারা ভাস্কর্যগুলো ভাঙতে শুরু করে। এসময় আমাদের এক সদস্য পড়ে গিয়ে আহত হন। একদল এসে কিছূ ভাস্কর্য ভেঙে

চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার আর একদল এসে স্মৃতি কমপ্লেক্সের মানচিত্র ও গ্যালারির সকল ভাস্কর্য ভেঙে ফেলে। দূর্বৃত্তরা সীমনা রেলিং, স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটক, পানির পাম্পসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করেও নিয়ে গেছে।’

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে স্থাপিত আনসার ক্যাম্পের তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবেদার রবিউল ইসলাম বলেন, ‘যখন দুর্বৃত্তরা এখানে হামলা শুরু করে, তখন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মুঠোফোনে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল। তিনি কোনো নির্দেশনা দিতে পারেননি। এ কারণে আনসার সদস্যরা নিজেদের জীবন ও অস্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যারাকে অবস্থান নেন।’

সম্প্রতি সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, ভিতরে প্রবেশ করে মনে হলো যেন এক বিরানভূমি। দর্শনার্থীদের পদভারে মুখরিত মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সটি আজ নির্বীকার হয়ে দাড়িয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে পর্যটন মোটেল, মসজিদ ও রাষ্ট্রীয় অতিথিদের বাংলো। এগুলো ভাংচুর করা হয়নি। এগুলো পেরিয়ে স্মৃতি কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সের সামনে সারি সারি ভাস্কর্য। সেখানে সব ভাস্কর্য কমবেশি ভাঙচুর করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটির মাথা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাজউদ্দীন আহমদের ভাস্কর্যটিকে আঘাত করা হয়েছে। গার্ড অব অনারের ভাস্কর্যগুলোতে এলোপাতাড়ি আঘাত করা হয়েছে। ভাস্কর্যগুলো ভেঙে পড়ে আছে। চেনার উপায় নেই সেগুলো। বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপরে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধকালীন ১১টি সেক্টরের আদলে তৈরি ছোট ভাস্কর্যগুলো একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কমপ্লেক্সের পেছনে জয় বাংলা তোরণের ‘জয় বাংলা’ লেখাটি খুলে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। তবে অক্ষত রয়েছে মসজিদ, এতিমখানা, বাংলোগুলো।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের লক্ষ্যে নিরাপদ স্থান বিবেচনায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা (বর্তমান মুজিবনগরে) সমবেত হন। সেখানে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তার পরে ওই স্থান নামকরণ করা হয় মুজিবনগর।

ওই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এম এ জি ওসমানীকে সরকারের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। মুজিবনগরে তৎকালীন সাবডিভিশনাল পুলিশ

কর্মকর্তা মাহবুব উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রমের নেতৃত্বে ১২ জন আনসার সদস্য বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এই অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়।

পরে ১৯৮৭ সালে মুজিবনগর আম্রকাননে নির্মাণ করা হয় স্মৃতিসৌধের। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ স্থানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে ১৯৯৬ সালে ওই স্থানে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তি আওয়ামী লীগ সরকার মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সটিকে আন্তর্জাতিক মানের মুক্তিযুদ্ধ পর্যটন কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে ৪০৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ স্বেচ্ছাশ্রমে দীর্ঘদিন ধরে পরিচ্ছন্ন করে আসছেন সুভাস মল্লিক। তিনি বলেন, মুজিবনগরের সৌন্দর্য সব শেষ হয়ে গেছে। আর ভালো লাগছে না। পর্যটকরা এসে আর কী দেখবেন?

মুজিবনগরে বেড়াতে যাওয়া স্কুল শিক্ষক ইয়ামিন হাসান বলেন, ‘রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু ইতিহাসের উপর আঘাত করা মোটেও কাম্য নয়। ইতিহাসের টানে বারবার মুজিবনগরে আসি। কিন্তু আগের সেই মুজিবনগর আর পাই না। বর্তমান সরকারের উচিত খুব্র দ্রুত সময়ের মধ্যে ইতিহাস রক্ষার প্রয়োজনেই মুজিবগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পুনর্গঠণ করা।’

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক বলেন, ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমেপ্লেক্সের একেকটি ভাস্কর্য স¦◌াধীনতার প্রতীক। যারা এগুলো ভেঙেছে তারা গর্হিত কাজ করেছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ ঘটনার শোনার পর থেকে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বর্তমান সরকারের কাছে দাবি করি সুষ্ঠ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং ভেঙে ফেলা ভাস্কর্যগুলো নতুন করে প্রতিস্থাপন করার দাবিও জানান তিনি।’

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা মুজিবনগরে পরিদর্শন করে একটি চাহিদা পাঠাতে বলেছিলেন। তারপরই আমরা ভাস্কর্যগুলো নতুন করে প্রতিস্থাপন, অবকাঠামো ও ইলেকট্রিক কাজগুলো মেরামত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র পাঠানো

হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন প্রতি উত্তর আসেনি।’

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা বলেন, ‘জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্যের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে আমি যোগদান করার আগেই। তবে এখনো মন্ত্রণালয় থেকে কোন নির্দেশনা আসেনি।’

মুজিবনগর থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্য ভাংচুরের ঘটনায় থানায় কোন মামলা হয়নি।’

তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র উযায়ের আযমানের কৃতিত্ব

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাংকন ও কবিতা আবৃতি প্রতিযোগিতায় ক বিভাগে উযায়ের আযমান প্রথম হয়েছে।

এছাড়াও জেলা প্রশাসন মেহেরপুর আয়োজিত ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদ কার্ড বানানো প্রতিযোগিতায় সে প্রথম হয়েছে। উযায়ের আযমান মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজর তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর, পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায় উপস্থিত থেকে উযায়ের আযমান সহ বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রজনীগন্ধার ফুলের স্টিক দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, ক্যাপ্টেন (অব.) বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস হোসেন প্রমূখ।